সংবাদ

তারিখ : 18 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ঢাবি সিনেটে ৬৬৪ কোটি টাকার বাজেট পাস

বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে : ঢাবি উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ৬৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন দিয়েছে। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ বাজেট অনুমোদন দেয়া হয়। সিনেটের অধিবেশনে অনুমোদিত মূল বাজেট উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার (ভারপ্রাপ্ত) মো. এনামুজ্জামান। এছাড়া সিনেট সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই অভিভাষণ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সিনেট অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ সময় তিনি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। দেশের উন্নয়নে তাদের অবদান গভীরভাবে স্মরণ করেন। উপাচার্যের অভিভাষণের পরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট ৬৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার প্রস্তাবিত রাজস্ব ব্যয় অনুমোদন করে।

এ সময় বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বলেন, বিশ্বের বহু জাতি নিজেদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। নোবেল পুরস্কারে তারাই ভূষিত হচ্ছেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষক সমাজ মাতৃভাষায় জ্ঞান পরিবেশনে কুণ্ঠাবোধ করেন। অনেকে পরিভাষার ধুয়া তুলে দায় এড়িয়ে যান। অথচ বিজ্ঞানের শিক্ষকরাই নিজ নিজ বিষয়ে উপযুক্ত পরিভাষা তৈরি করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, 'বাংলা ভাষার মাধ্যমে যারা বিজ্ঞান চর্চায় ভয় পান, তারা হয় বিজ্ঞান বোঝেন না অথবা বাংলা ভাষা জানেন না।' তিনি প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার আধুনিকায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কোন অবস্থাতেই বাণিজ্যকেন্দ্র নয়। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি উচ্চশিক্ষার মূল লক্ষ্য। যেকোন সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অদক্ষ পেশাজীবী বের হলে শুধু সমাজ নয়, জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নতুন প্রজন্ম। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রলোভন থেকে বিরত থাকতে হবে। সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকেই একমাত্র আরাধ্য ভাবা রীতিমতো কুসংস্কার বলে তিনি মন্তব্য করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এবং ১৯৭২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ উদ্ধৃত করে উপাচার্য বলেন, জাতির জনকের বক্তব্য থেকে শিক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষাবান্ধব শেখ হাসিনা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এবারের বাজেটে আয়ের উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুদান ও নিজস্ব আয়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দেবে ৬০৮ কোটি ১০ লাখ টাকা। এছাড়া ইউজিসির নিয়মিত বাজেটের বাইরে বিশেষ বরাদ্দ (গবেষণা মঞ্জুরি ও বিশেষ অনুদান) হিসেবে ধরা হয়েছে দুই কোটি টাকা। এ হিসেবে ইউজিসির মোট অনুদান ৬১০ কোটি ১০ লাখ টাকা। যা মোট বাজেটের ৯১ দশমিক ৮৩ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেয়া হবে ৪২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। যা মোট বাজেটের ৬ দশমিক ৪০ শতাংশ। তাছাড়া ঘাটতি বাজেট ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৭২ লাখ টাকা। যা মোট বাজেটের ১ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও বাজেটের বড় একটি অংশ ব্যয় হবে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, চিকিৎসা, যাতায়াত, বাড়িভাড়া প্রভৃতি খাতে। এ খাতে এবছর ৪১৬ কোটি ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ৬২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এর মধ্যে শিক্ষকদের জন্য ১৩৫ কোটি ৫১ লাখ ৯৪ হাজার টাকা, কর্মকর্তাদের জন্য ৪৫ কোটি ৩৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা এবং কর্মচারীদের জন্য ৬০ কোটি ২৬ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের বেতনের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৪১ কোটি ১১ লাখ ৯০ হাজার টাকা, যা মোট বাজেটের ৩৬ দশমিক ৩০ শতাংশ। আর ভাতাদি (বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, যাতায়াত, শ্রান্তিবিনোদন, বই ভাতা ইত্যাদি) বাবদ মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৭৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের ২৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ। আর পেনশনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০৬ কোটি টাকা। যা মোট বাজেটের ১৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ। অন্যদিকে, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৭০ কোটি ৮৫ লাখ ৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে রয়েছে লাইব্রেরির বইপুস্তক ক্রয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কেমিক্যালস ও ইকুইপমেন্টস, শিক্ষা সফর, সেমিনার ও কনফারেন্স, পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়, গবেষণা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তি, বিভাগীয় খেলাধুলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া, ছাত্রকল্যাণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা এবং ছাত্র পরিবহন সুবিধা। সাধারণ ও বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয় হবে ৪৮ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। পুরনো যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র মেরামত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা। মূলধন মঞ্জুরি বাবদ ব্যয় হবে ১৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা।